লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, মঙ্গলবার, ১৩ মার্চ ২০১৮
Port Blair•Tuesday•March 13, 2018
Arthik Lipi, Page 3

এপ্রিলে রাজ্যে আসতে পারেন অমিত শাহ

স্টাফ রিপোর্টার : ভরা শীতেই রাজ্যে আসার কথা ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। এবার এপ্রিলের দাবদাহেই রাজ্য সফরে আসতে পারেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে দিতেই তাঁর এই পশ্চিমবঙ্গ সফর। বিজেপি সূত্রে খবর, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই শহরে পা রাখবেন অমিত শাহ।

এই সফরে রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি থাকছে বিজেপির শীর্ষ নেতার। উত্তরপ্রদেশ জয়ের পর গত বছরের সেপ্টেম্বরে রাজ্যে এসেছিলেন অমিত শাহ। সেই সময়ই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, গেরুয়া শিবিরের টার্গেট এবার

বাংলা। সেই লক্ষ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য দিলীপ ঘোষদের 'হোমটাস্ক'ও দিয়ে গিয়েছিলেন। পড়া ধরতে জানুয়ারিতেই আসার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু নানা কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি। এবার ত্রিপুরা জয়ের পর আরও একবার অমিত শাহের রাজ্য সফরে আসার ব্যাপারে কথাবার্তা শুরু হয়েছে বিজেপিতে। বিজেপি সূত্রে খবর, খুব সম্ভবত এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজ্যে পা রাখতে পারেন বিজেপির এই বর্ষীয়ান নেতা। দিনক্ষণ সেভাবে ঠিক হয়নি। এই ব্যাপারে অমিত শাহের দফতরের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো হচ্ছে। আগামী ১৭ মার্চ এই বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। মূলত, পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজ্য নেতৃত্ব কোন পথে এগোবে, সে ব্যাপারেই পথ বাতলে দেবেন অমিত শাহ।

শুধু পঞ্চায়েত ভোটের জন্য ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে দেওয়াই নয়, লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে টক্কর দিতে রাজ্যে গেরুয়া শিবির কতটা তৈরি সে ব্যাপারেও রাজ্য নেতৃত্বের কাছে খোঁজখবর নেবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। ২০১৯ সালেই রয়েছে লোকসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে যত বেশি সংখ্যায় বাংলা থেকে আসন তুলে নেওয়া যায় সেদিকেই লক্ষ্য বিজেপির। তবে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহদের মূল টার্গেট, ২০২১ সালে রাজ্যে সরকার গঠন করা। আর একের পর এক রাজ্য জয়ের পর বাংলায় সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলেই মনে করছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তাই 'মিশন বাংলা'য় চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখতে চান না অমিত শাহরা।

গোলপার্কের বাড়িতেও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা

বাড়তি নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন শোভনের, খারিজ প্রশাসনের

স্টাফ রিপোর্টার: নিজের বাড়িতেই এবার 'নিরাপত্তাহীনতায়' ভুগছেন খোদ মহানাগরিকই! সোমবারই জামিনঅযোগ্য ধারায় পর্নশ্রী থানায় শোভন চট্টোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলায় কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছেন রত্না চট্টোপাধ্যায় সহ আরও ৩ আত্মীয়। আর সেই স্ত্রীর আতঙ্কেই আবার পুলিশের দ্বারস্থ মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। বেহালা পর্ণশ্রীর বাড়ি থেকে আগেই 'উৎখাত' হয়েছেন খোদ মহানাগরিকই। থাকছেন গোলপার্কের একটি ফ্ল্যাটে। এবার সেখানেও নাকি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। আর নিরাপত্তা বাড়াতে রবীন্দ্র সরোবর থানায় আবেদন করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। একইসঙ্গে লিখিতভাবে তা জানান স্বরাষ্ট্রসচিবকেও। যদিও সূত্রের খবর, আপাতত তাঁর বাড়তি নিরাপত্তার দরকার নেই, তাই শোভনের সেই আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে রীতিমতো চাপে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদরের 'কানন'। চলতি মাসেই নিরাপত্তায় কোপ পড়ে রাজ্যের অবাসন-পরিবেশ ও দমকলমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের। জেড প্লাস নিরাপত্তা তুলে নিয়ে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। গোলপার্কের ফ্ল্যাটেও এখন আর

নিরাপদ নন মেয়র। অন্তত রবীন্দ্র সরোবর থানায় শোভন চট্টোপাধ্যায়ের করা অভিযোগ তেমনই। এর আগেও পর্ণশ্রীর ৩৬, মহারানী ইন্দিরা দেবী রোডের বাড়িতে দখলের অভিযোগ তুলেছিলেন মেয়র। বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলা স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও পারিবারিক বন্ধু ঝুমা সাহার বিরুদ্ধে পর্ণশ্রী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর গোলপার্কের বাড়িতেও নিজের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয়ে শোভন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'স্ত্রী গুণ্ডা নিয়ে বাড়ি দখল করতে পারে। আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। দৈনন্দিন কাজকর্মও করতে পারছি না। দুস্কৃতীরা যখন তখন বাড়িতে হামলা করতে পারে।'

তবে মেয়রের বাড়তি নিরাপত্তা চাওয়ার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে প্রশাসন। যা যথেষ্টই ইঙ্গিতবাহী বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এমনকী শোভনের সঙ্গে এখন তৃণমূলের বিচ্ছেদ শুধু সময়ের অপেক্ষা বলেও খবর। তৃণমূল সূত্রে খবর, বুধবার পুরসভায় বাজেট অধিবেশনে জবাবী ভাষণ দেওয়ার পরই মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেবেন শোভন। এমনকী ইতিমধ্যে সেই পদত্যাগ পত্রও তৈরি করে রেখেছেন বলেও খবর। এমনকী পরিস্থিতি এমনই, যে মেয়র পদ থেকে পদত্যাগ না করতে চাইলে পুরসভায় শোভনের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতেও দলীয় কাউন্সিলরদের কাছে ইতিমধ্যেই গোপন নির্দেশও দিয়েছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এমনকী শোভনও নাকি মুকুলের পথেই যেতে চলেছেন। অন্তত সোমবার খানিকটা ইঙ্গিতও দিয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও মুকুল রায়।

এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন, 'ক্রমশ তৃণমূলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। আমরা দেখছি বিষয়টা কতদূর যায়।' অপরদিকে নদিয়ার রানাঘাটে গিয়েও একই ইঙ্গিত দিয়েছেন মুকুল রায়। তাঁর বক্তব্য, 'শোভন মমতার ঘনিষ্ঠ লোক। মমতার সমস্ত ও জানে।'

তবে একদিকে স্ত্রী সহ অন্যান্য অভিযুক্তদের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর, অপরদিকে প্রশাসনের তরফে বাড়তি নিরাপত্তার আবেদন খারিজের ঘটনায় কার্যত তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদে সবুজ সংকেত বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ওই বাড়িতে শোভনই গেস্ট হিসাবে থাকেন: মেয়রপত্নী

স্বামীর করা মামলায় আগাম জামিন

স্টাফ রিপোর্টার: আবারও কী তবে বাস্তুচ্যুত হতে চলেছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়? সোমবার খানিকটা সেই ইঙ্গিতই দিলেন স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়। বেহালার পর্ণশ্রীর বাড়িতে আপাতত ঠাঁই নেই মহানাগরিকের। বর্তমানে গোলপার্কের একটি ফ্ল্যাটে থাকতে হচ্ছে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। আর সেই বাড়িতেও যে তিনি নিরাপদ নন, রবীন্দ্র সরোবর থানায় নিজের জন্য বাড়তি নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করেও হতাশ হতে হয় রাজ্যের তিন-তিনটি দফতরের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁর অভিযোগ, স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায় গোলপার্কের বাড়ি দখল করতে হামলা করতে পারেন। দুস্কৃতীরা যখন-তখন হামলা করতে পারে। যদিও সেই অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে এদিন গোলপার্কের ফ্ল্যাটে শোভনই 'গেস্ট' বলে পাল্টা বিস্ফোরক দাবি রত্না চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর বক্তব্য, 'বাড়ি দখলের কোনও পরিকল্পনাই নেই। বাড়িটি আমার ভাই শুভাশিস দাসের। শোভন ওখানে গেস্ট হিসাবে থাকেন।' পাশাপাশি মেয়র পত্নীর আরও সংযোজন, 'ভাই চাইলেই বাড়িটি ফেরত নিতেই পারে। আইনি পথেও ফেরত পেতে পারে। তার জন্য হামলার কোনও দরকার নেই।' প্রসঙ্গত, সোমবারই আলিপুর আদালত থেকে স্বামীর করা মামলায়

ফাইল চিত্র

আগাম জামিন পান রত্না। বেহালার মহারানী ইন্দিরা দেবী রোডের বাড়ি জোড় করে দখল, অনাধিকার প্রবেশ, হুমকি ও মানসিক হেনস্থার অভিযোগে স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর এক বান্ধবীর বিরুদ্ধে পর্ণশ্রী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন শোভন। সোমবার আলিপুর আদালতের বিচারপতি আর এন সামন্ত সেই মামলাতেই রত্না সহ আরও ৩ জনের আগাম জামিন মঞ্জুর করেন। তবে মেয়রের গলায় স্ত্রীকে নিয়ে যতটাই আশঙ্কার সুর, ঠিক ততটাই শান্ত রত্না। পারিবারিক বিবাদ চরমে পৌঁছলেও এদিন মেয়রপত্নীর বক্তব্য, 'ও চাইলে ফিরে আসতেই পারে। এখনও আমি শোভনের জন্য অপেক্ষা করতে রাজি। আমি চাই ও ফিরে আসুক। ওর শুভবুদ্ধির উদয় হোক।' তবে যে বাড়িটি দখল হতে পারে বলে আশঙ্কা করে বাড়তি নিরাপত্তার দাবি করেছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়, সেই বাড়িটিতে আদৌ যে মেয়রের কোনও অধিকার নেই তা এদিন নিজের বক্তব্যে স্পষ্ট করে দিলেন মেয়রপত্নী।

রাজ্যপালের কাছে নালিশ বিজেপির

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনলাইনে মনোনয়ন জমা নিয়ে রাজ্যপালের কাছে নালিশ বিজেপির। তাদের অভিযোগ, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। আর এই প্রেক্ষাপটে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট সুষ্ঠুভাবে হবে না বলেই আশঙ্কা। তাই অবাধ নির্বাচন করাতে যাতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত ভোট হয় সে ব্যাপারেই রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাছে আবেদন জানিয়েছে বিজেপি। সোমবার দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপির এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে যায়। সেই প্রতিনিধি দল রাজ্যপালকে জানায়, ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হয়নি। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতায় আপনি ব্যবস্থা নিন। যাতে পঞ্চায়েত ভোট সুষ্ঠুভাবে হয়। প্রার্থীরা যাতে ঠিকমতো নিরাপত্তা পান ও মনোনয়ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে তাদের কোনওরকম অসুবিধার সুস্মুখীন না হতে হয় তার জন্য

শোধন কর্মসূচি ঘিরে সম্প্রতি যেটা ঘটেছে তারও উল্লেখ করে। বিজেপির বক্তব্য, কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি ভেঙে দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থলে যেতে গেলে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে তৃণমূলের লোকজন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি শুদ্ধিকরণ কর্মসূচির ডাক দেয় বিজেপি। শান্তিপূর্ণ সেই কর্মসূচিতে হামলা চালায় তৃণমূলের গুন্ডারা। তাদের গ্রেফতার না করে পুলিশ বিজেপি কর্মীদেরই গ্রেফতার করে।

ঘূর্ণাবর্তের জেরেই বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার: ওড়িশার উপর একটি ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। যার জেরেই বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে, এমনটাই জানা যায় আলিপুর আবহাওয়া দফতর থেকে। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলেই জানান আলিপুর আবহাওয়া দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও জানান, 'সোমবারের মতোই মঙ্গলবারেও একই পরিস্থিতি থাকবে। অর্থাৎ সকালে রোদ তারপরেই আকাশ মেঘলা হয়ে যাবে। বৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে।'

সপ্তাহের শুরুই হয়েছে অস্বস্তির সঙ্গে। সারাদিন রোদ থাকার পর বেলা গড়াতেই আকাশ মেঘলা হয়েছিল। শহরের কিছু জায়গাতে সামান্য বৃষ্টিও পড়েছে। তাতে আরও অস্বস্তি বেড়েছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গরম তারপর রাতের দিকে ঠান্ডা। এমন আবহাওয়া চলেছে বেশ কয়েকদিন ধরে। রাতের ঘুমটা ভালো হলেও সকালেই বাড়ছিল অস্বস্তি।

শ্লীলতাহানির দায়ে গ্রেফতার অধ্যাপক

স্টাফ রিপোর্টার : লেকটাউনের বাসিন্দা এক মহিলাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে হরিশঙ্কর বিশ্বাস নামে এক অধ্যাপককে সোমবার গ্রেফতার করল লেকটাউন থানার পুলিশ। শনিবার কালিন্দি হাউজিং-এ অধ্যাপককে সোমবার গ্রেফতার করল লেকটাউন থানার পুলিশ। শনিবার কালিন্দি হাউজিং এস্টেটের কেমিস্ট্রি টিউশান সেন্টারে কাজ করছিলেন লেকটাউনের গোয়ালাবাগান অঞ্চলের বাসিন্দা এক মহিলা। সেই সময় তাকে শ্লীলতাহানি করে অভিযুক্ত হরিশঙ্কর বিশ্বাস। তাকে গ্রেফতার করে ৩২৩, ৩৫৪ এবং ৩৫৪এ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ওই মহিলা কেমিস্ট্রি টিউশান সেন্টার তিনমাস আগে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। শনিবার টিউশান সেন্টারে তিনি টাইপিংয়ের কাজ করছিলেন। সেই সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে। এবং তার সঙ্গে কুকর্ম করার

চেষ্টা করে। মহিলা ভয় পেয়ে গিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হরিশঙ্কর বিশ্বাস তার পথ আটকে ফিল্মি কায়দায় ফের তাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। এই ধস্তাধস্তিতে ওই মহিলার জামা কাপড় ছিঁড়ে যায় বলে অভিযোগ। কিন্তু কোনওক্রমে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। এরপর রবিবার রাতে লেকটাউন থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত অধ্যাপককে গ্রেফতার করতে আসরে নামে থানার পুলিশ। তাকে সোমবার গ্রেফতার করা হয়। কী কী কারণে ওই ব্যক্তি এই কাণ্ড ঘটালেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সর্বস্ব কেড়ে নিল আগুন

আকাশ বিশ্বাস

সোমবার জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দিতে বেরিয়েছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মিতু হালদার। বিকেলে ফিরে এসে সে দেখে তার বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। পুড়ে গেছে সমস্ত বই, খাতা এবং নোটস। বাড়ির জায়গায় শুধু একগাদা ছাই। মিতু জানে না পরে পরীক্ষাগুলোতে সে কিভাবে দেবে। তার ভবিষ্যতের উপর দাঁড়িয়ে একটা বড় প্রশ্ন চিহ্ন।

সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ মিতু হালদারের বাড়িতে শর্টসার্কিটের জেরে আগুন লেগে যায়। মিতুকে পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাড়তে গিয়েছিলেন তার মা দেবী হালদার।

দুপুর বারোটার কাছে দেবী হালদারের কাছে এক প্রতিবেশীর ফোন আসে। সেই প্রতিবেশী জানায় তার বাড়িতে আগুন লেগে গেছে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে

আগুনে ভস্মীভূত মিতু হালদারের খাতা ও নোটস।

হবে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বাড়ির দিকে দৌড়ে যান দেবী হালদার। সেই সময় তার বাড়িতে ছিলেন না স্বামী জীবন হালদার। তিনি বেরিয়েছিলেন কর্মসূত্রে। ফিরে এসে দেবী দেখেন চোখের সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছে তার সাধের এক চিলতে ঘর। প্রতিবেশীরা ততক্ষণে আগুন নেভানোর কাজে হাত দিয়েছেন। বালতি করে আনা হচ্ছে জল। ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে আগুনের লেলিহান শিখার দিকে। কিন্তু বিধ্বংসী আগুন ততক্ষণে হালদার বাড়ির মাথার ছাদ কেড়ে নিয়েছে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা দমকলে ফোন করে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ২টি ইঞ্জিন। প্রায় দু'ঘণ্টা প্রচেষ্টায় দমকল আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। কিন্তু বাঁচানো যায়নি ঘর বাঁচানো যায়নি বইপত্র, জামাকাপড়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জ্যাংড়া হাতিয়াড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিবু গাইন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পাশে দাঁড়াবেন। তাকে বই কিনে দেবেন ও প্রয়োজনীয় সাহায্য করবেন।

কিভাবে লাগল আগুন? দমকলের প্রাথমিক অনুমান শর্টসার্কিটের জেরে প্রথমে আগুন লাগে। এরপর জ্বলতে শুরু করে ঘরবাড়ি। ঘরের ভেতরে থাকা সিলিন্ডার হঠাৎ ফেটে যাওয়ায় আগুন ব্যাপক আকার নিয়ে নেয়। কিভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখবে বলে আশ্বাস দিয়েছে দমকল বাহিনী।

প্রতিবেশী শিলা বিশ্বাস জানিয়েছেন, সোমবার পরীক্ষা ছিল। তাই দেবী মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে দেখে কোনও কিছু নেই। সব পুড়ে গেছে। পরনের কাপড় ছাড়া ওদের আর কিছু নেই।

স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কের জেরে তার প্রেমিকার উপর অ্যাসিড ঢেলে দিল স্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : স্বামীর পরকীয়া সম্পর্ক মানতে নারাজ স্ত্রী। স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কের জেরে তার প্রেমিকার মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মারলেন স্ত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে লেকটাউনে পাতিপুকুর এলাকায়। রবিবার রাতে বুলু বিশ্বাস তার বান্ধবী সুমিতা ভাস্করকে সঙ্গে নিয়ে তার স্বামীর প্রেমিকা রাজিয়া বিবি ওরফে খুকুর মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মারে। সোমবার সুমিতা ও বুলুকে গ্রেফতার করেছে লেকটাউন থানার পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে ৩২৬এ, ৩৫৪, ৫০৬ এবং ৩৪ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাজিয়া বিবি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। এর আগেও রাজিয়া বিবির সঙ্গে বুলু বিশ্বাসের বেশ কয়েকবার বচসা এবং মারামারি হয়েছে। বুলু জানত, রাজিয়া কোন সময় কোথায় যায়। সেই মতো এসে রবিবার রাতে পাতিপুকুরে ওঁত পেতে বসেছিল। লেকটাউনের পাতিপুকুরের ঢিপি এলাকায় রাজিয়া আসতেই বুলু এবং সুমিতা তাকে ঘিরে ধরে মারধর করে। তাকে গালিগালাজ করে এবং এরপরে রাজিয়া পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তার উপরে অ্যাসিড ঢেলে দেয় বুলু। আহত অবস্থায় রাজিয়াকে আরজিকর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। এরপর সোমবার সুমিতা ভাস্কর এবং বুলু বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে লেকটাউন থানার পুলিশ।

কমলা গার্লস স্কুলে উত্তেজনা

স্টাফ রিপোর্টার: ফের দক্ষিণ কলকাতার কমলা গার্লস স্কুলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এবার ১০ জন ছাত্রীর বিরুদ্ধে 'সমকামিতা'র অভিযোগ এনেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ডাকা হয় অভিভাবকদের। তবে এই অভিযোগ মানতে নারাজ অভিভাবকরা। বিক্ষোভ দেখান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার ঘর থেকেই। প্রসঙ্গত, ৯ ফেব্রুয়ারি এই স্কুলের নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর যৌন হেনস্থার ঘটনা ঘটেছিল। তখন প্রতিবাদ দেখিয়েছিল ওই ১০জন ছাত্রী। তবে কী এইভাবে শাস্তি দিতে চাইছে স্কুল কর্তৃপক্ষ, এই প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা ছাত্রীরা স্বীকার করে নিয়েছে। সেই কারণেই অভিভাবকদের ডাকা হয়েছে।